ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১২/০১/২০১৮ ।।

রাষ্ট্রীয় বাল শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী নিয়ে ধলাই জেলায় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

আমবাসা, ১২ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গতকাল আমবাসা পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় বাল শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম বিষয়ক জেলা ভিত্তিক এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং জেলা ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য আলোচনা করে বলেন, জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের যে সমস্ত শিশুর জন্মগত শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সমস্যা রয়েছে তাদের মানসিক বিকাশের জন্য সরকার বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় বাল শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি জেলার মেডিক্যাল অফিসার এবং কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

রাষ্ট্রীয় বাল শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচীর নির্দেশিকা অনুসারে জন্ম থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের ঠোঁটকাটা, তালুকাটা, বাঁকা পা সম্পর্কে চিকিৎসা পরিষেবা এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন গুয়াহাটি স্মাইল-এর সিনিয়র ম্যানেজার দিপুল মালাকার, রাষ্ট্রীয় বাল শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম কর্মসূচীর জেলা কো-অর্ডিনেটর ডাঃ অর্ণব দেবরায়। ধলাই জেলা শিক্ষা আধিকারিক রুবেন্দ্র দৌরাই সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে ছেলে-মেয়েদের সুস্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করেন। জেলা ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিক্যাল অফিসারগণ এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সুপারভাইজারগণ।

লংতরাইভ্যালিতে স্বাস্থ্য মেলা

আমবাসা, ১২ জানুয়ারী ।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনুঘাট টাউন হল প্রাঙ্গণে ১০ জানুয়ারী থেকে তিনদিন ব্যাপী জেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্য মেলা শুরু হয়েছে। বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে জেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল। স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধন করে বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরা বলেন, রাজ্য সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ করে দিয়েছে। মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি স্বাস্থ্য মেলার সফলতা কামনা করেন এবং এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতিকে আরো সুদৃঢ় করে তোলার আহবান জানান। প্রধান অতিথি বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল বলেন, স্বাস্থ্য নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য এ জাতীয় মেলার গুরুত্ব রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনু বিএসিঞ্চর চেয়ারম্যান মতিলাল শুক্ল বৈদ্য। তাছাড়া, বক্তব্য রাখেন ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং ও লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা।স্বাগত ভাষণ রাখেন লংতরাইভ্যালি মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবিক দেববর্মা।

তিনদিন ব্যাপি জেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্য মেলায় শিক্ষা,স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ,সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি, মনু ব্লক, ছামনু ব্লক, মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের দুর্যোগমোকাবিলা, অগ্নিনির্বাপক, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর সহ মোট ২০টি প্রদর্শনী ষ্টল খোলা হয়েছে।

মহিলা কমিশনের উদ্যোগে মোহনভোগে সচেতনতা সভা

আগরতলা, ১২ জানুয়ারী ।। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের আর্থিক সহায়তায় সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগ ব্লকের তেলকাজলা কমিউনিটি হলে গত ২৮ এবং ২৯ ডিসেম্বর দুই দিনের আইনী সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা তুলসী দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন রাজ্য মহিলা কমিশনের আইন আধিকারিক দেবস্মিতা চক্রবর্তী। দুই দিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মীনা সরকার(দাস), মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ট মহামোদা সাহি বেগম, তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফতিমা বেগম, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সিপাহীজলা জেলা কার্যালয়ের আধিকারিক দীপক লাল সাহা, মহিলা কমিশনের সদস্যা সচিব অপর্ণা দে, মহিলা কমিশনের সদস্যা বকুল দাস, আইন বিশেষজ্ঞ মল্লিকা রায় এবং মহিলা কমিশনের অধীনস্থ ওয়ান স্টপ সেন্টার এর এডমিনিস্ট্রেটর সুস্মিতা সিংহ প্রমুখ।

উদ্বোধক তুলসী দেববর্মা বলেন, আইনি সচেতনতা শিবিরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। আজকের দিনে যেভাবে চারিদিকে নারীদের উপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার বেড়ে চলেছে তা প্রতিরোধ করার জন্য নারীদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য মহিলা কমিশন প্রতিনিয়ত মহিলাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্বোধনী পর্বের পর দুই দিনে মোট দশটি টেকনিক্যাল সেশন হয়। এই দুটি টেকনিক্যাল সেশনে বিশেষজ্ঞগণ মহিলাদের জন্য যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও আইন রয়েছে সেইগুলি নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান দেবস্মিতা চক্রবর্তী। দুদিনের কর্মশালা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা সচিব অপর্ণা দে।

করবুক মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

করবুক, ১১ জানুয়ারী ।। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ করবুক মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে । ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী । পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট দ্বিতল এই মহকুমা হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৯৯ টাকা । যার মধ্যে রয়েছে ১৬টি স্টাফ কোয়ার্টার, রান্নাঘর এবং শবাগার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই মহকুমা হাসপাতালের শিল্যান্যাস করে বলেন, সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা যেন সবাই পায় তার জন্য কাজ করছে সরকার । রাজ্য সরকার রাজ্যে প্রতি ৭-৮কি.মি-র মধ্যে একটি করে হাসপাতাল তৈরী করার পরিকল্পনা নিয়েছে । প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন মহকুমা ও ব্লক গঠন করা হয়েছে । তিনি আরো বলেন, বর্তমানে রাজ্যে প্রসূতি মা এবং শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমেছে । বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রায় সমস্ত ধরণের পরিষেবা পাওয়া যায় । তিনি আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের বাড়ীতে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য বলেন । তিনি বলেন, সরকার রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে সার্বিকভাবে উন্নয়নের কাজ করছে ।

তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে । প্রতিটি ছোট রাস্তাকে জাতীয় সড়কের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে । যাতে করে দূরবর্তী এলাকার মানুষ সহজেই মহকুমা সদরে আসতে পারেন । তিনি বলেন, সরকার যেখানে সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে সেখানে একটি বিভেদকামী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে । জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরীর চেষ্টা করছে । আলাদা রাজ্যের দাবিদার গোষ্ঠির সাথে যোগাযোগ করছে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। তিনি আরও বলেন, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তিগুলি এখন কর্পোরেটেরদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি জাতি উপজাতির ঐক্যও সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্তির রাজ্য হিসাবে সারা ভারতবাসী জানেন । শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকলে রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রিয়মনি দেববর্মা, টি টি এ এ ডি-র কার্যনির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অমিত ভৌমিক, স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেববর্মা । স্বাগত ভাষণ রাখেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিরূমোহন জমাতিয়া । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন করবুক বি এ সি চেয়ারম্যান তরেন্দ্র রিয়াং ।

ঋষ্যমুখে আইনী সচেতনতামূলক কর্মশালা

আগরতলা, ১১ জানুয়ারী ।। জাতীয় মহিলা কমিশনের আর্থিক সহায়তায় এবং ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির হলে দুদিন ব্যাপী আইনী সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার সূচনা করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দাস। সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপণ চৌধুরী। স্বাগত ভাষণ দেন ঋষ্যমুখ আই সি ডি এস প্রজেক্টের সি ডি পি ও নিক্সন রিয়াং।

কর্মশালার সূচনা করে পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বলেন, আইন সম্পর্কে প্রত্যেক মহিলারই ধারণা থাকা দরকার। মহিলাদের আইন সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী। এতে তাদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বাড়বে। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি ডি ও সুভাষ আচার্য, এস ডি পি ও রতন কুমার দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার হারাধন দাস আলোচনা করেন।

তাছাড়া কর্মশালার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের টেকনিক্যাল সেশনে আইনজীবী মল্লিকা দেবনাথ বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪, ত্রিপুরা বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন ২০০৩, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, মহিলা ও শিশুদের ভরণ পোষণ আইন, পারিবারিক আদালত আইন, মাতা-পিতা ও বরিষ্ঠ নাগরিক কল্যাণ ও ভরণ পোষণ আইন ২০০৭, বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন ২০০৬, যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২, শিশু শ্রম নিরোধক আইন, বর্তমানে মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধায় যে আইন রয়েছে তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

আইনজীবী অস্মিতা বণিক দুধ্বদিনের সেশনে ফৌজদারি আইন ২০১৩, বহু বিবাহ, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, নারী ও শিশুর সাংবিধানিক অধিকার, জামিন যোগ্য ও জামিন অযোগ্য, গ্রেপ্তারকৃত মহিলাদের অধিকার, লোক আদালত, জনস্বার্থ মামলা, হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান নারীদের সম্পত্তির অধিকার এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধক আইন নিয়েও আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের টেকনিক্যাল সেশনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা জয়িতা দেবনাথ পণ নিরোধক আইন ১৯৬১, স্ত্রী ধন কি এবং পুনরুদ্ধার পদ্ধতি, পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫, বিনামূল্যে আইনী সহায়তা ও পরিষেবা, তাছাড়া ২৪ ঘন্টা হেল্প লাইন, মহিলা পুলিশ স্টেশন, এন্টি ট্রাফিক সেল এবং জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

১৩-১৪ জানুয়ারী ঊনকোটিতে মকর সংক্রান্তি মেলা

কৈলাসহর, ১১ জানুয়ারী ।। মহকুমা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গৌরনগর ও চন্ডীপুর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৩ জানুয়ারী বিকেল ৩টায় শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে মকর সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন হবে। ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ ২ দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি প্রসেনজিৎ সিনহা। সভাপতিত্ব করবেন গৌরনগর বি এ সিঞ্চর প্রাক্তন চেয়ারম্যান হাকথুয়ামা ডার্লং। মেলা প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে সারারাতব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশ নেবেন।

অমরপুরে ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

উদয়পুর, ১১ জানুয়ারী ।। নতুন ভোটারদের ভোটদান সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অমরপুর আনন্দধারা টাউন হলে আজ ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, দক্ষিণ অমরপুর টাউন এইচ এস স্কুল এবং অমরপুর গার্লস এইচ এস স্কুলে ভোটদান সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেন অমরপুর গার্লস এইচ এস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুচিত্রা দাস, অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুকেশ কলই, গোমতী জেলা প্রশাসনের পক্ষে শিক্ষক গোবিন্দ দেবনাথ প্রমুখ। এছাড়া ভি ডি ও প্রদর্শন ও নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

সোনামুড়ার বটতলীতে ১৩-১৪ জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তি মেলা

সোনামুড়া, ১১ জানুয়ারী ।। ১৩ এবং ১৪ জানুয়ারী সোনামুড়ার বটতলীতে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী পৌষ সংক্রান্তি মেলা। অর্ধ শতাব্দী প্রাচীন এই মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নলছড় ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জমাতিয়া হদা সহ বিভিন্ন দপ্তর ও চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ১৩ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বিধায়ক তপন দাস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ও মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এম ডি সি মায়ারানী দেববর্মা এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নিমাই দেবনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস।

তেলিয়ামুড়ায় মৎস্য শেডের উদ্বোধন

খোয়াই, ১১ জানুয়ারী ।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ পুর এলাকার ব্লক চৌমুহনী বাজারে মৎস্য বাজার শেডের উদ্বোধন হয়েছে। ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭২৫ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মৎস্য শেডের উদ্বোধন করেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। এর উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, যোগাযোগ, কৃষি, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কাজ করছে। কৃষি, মৎস্য, বনায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রায় প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে গেছে। তিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক গৌরী দাস বলেন, সরকার মানুষের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মসূচি জারী রেখেছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে।

ধর্মনগরে হস্ততাঁত বস্ত্রমেলা শুরু

ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারী ।। ধর্মনগর মোটরস্ট্যান্ডে আজ থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক ১৪ দিন ব্যাপী হস্ততাঁত বস্ত্রমেলা শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত। হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তর এবং ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হস্ততাঁত বস্ত্রমেলায় রাজ্যের ৩০টি স্টল সহ উত্তর প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৪টি স্টল খোলা হয়েছে। হস্ততাঁত বস্ত্রমেলার উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, হস্ততাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁত শিল্পীদের এখানে উৎসাহদান ও বাজারজাত করার সুযোগ করে দিতে এধরণের মেলার আয়োজন করা হয়। সেই দিক থেকে এ মেলার গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মেশিনে অনেক উন্নত মানের বস্ত্র তৈরী হচ্ছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া তাঁত শিল্পীদের নানা সমস্যা রয়েছে। ফলে দেশে তাঁত শিল্পীদের অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের তাঁত শিল্পীরা যাতে একাজে যুক্ত থেকে তাঁদের আর্থ সামাজিক জীবন মানের উন্নয়ন করতে পারেন এর জন্য সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার মানুষ তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁত শিল্পীদের কাজের গুণমান বৃদ্ধিতে সরকারী উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। যার ফলে রাজ্যের তাঁত শিল্পীদের ও তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ভাইস চেয়ারপার্সন অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের সহ অধিকর্তা সজল কান্তি দাস। উল্লেখ্য, মেলায় প্রতি সন্ধ্যায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

মানব সম্পদ যত উন্নত হবে দেশ ততই এগিয়ে যাবে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

বিশালগড়, ১০ জানুয়ারী ।। মানব সম্পদ যত উন্নত হবে দেশ ততই এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের দেশের কোটি কোটি ছেলে মেয়েরা এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা হল জ্ঞান ভান্ডার, জ্ঞান আরোহণের প্রথম দরজা। আজ বিশালগড় মহকুমার অরবিন্দ বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল পাকাবাড়ীর দ্বারোদঘাটন করে একথা বলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। ৬ কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণে আর এম এস ও এম এস ডি পিঞ্চতে ব্যয় হয়েছে ৫৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ এলাকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে প্রতি গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই কাজে রাজ্য সরকার সফল হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে নানা স্থানে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। রাজ্য সরকার নারী শিক্ষা ও প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে। প্রধান অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ বলেন, রাজ্য সরকারের শিক্ষা প্রসারের বিকল্প নীতির ফলেই রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শিক্ষায় যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি শিক্ষা পরিকাঠামোরও উন্নয়ন হচ্ছে।

অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতীম মজুমদার, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সেন্টুওয়ারা বেগম, অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সন্তোষ দেবনাথ, বিদ্যালয় পরিদর্শক আগন কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হাসিনা বেগম। স্বাগত ভাষণ রাখেন অরবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মলয় ভৌমিক।

রাজ্য ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানের সূচনা

আগরতলা, ১০ জানুয়ারী ।। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে আজ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য ভিত্তিক দুই দিনব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠান । রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ । রাজ্যের ৮টি জেলার বাছাই করা ২০০ জন ছাত্রী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে ।

এই অনুষ্ঠানের সূচনা করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠান কিশোরী তথা মহিলাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে । তিনি বলেন, রাজ্যবাসীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদেরও ক্ষমতায়ন হয়েছে । এটা প্রমাণিত নারীরা এগিয়ে গেলে সমাজেরও উন্নয়ন হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে । সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলারাও একনিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে । মেয়েরা গর্বের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে দিশা দেখাচ্ছে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে । তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে নারীরা সামনের সারিতে পৌঁছে সমাজকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথা মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. গৌতম কুমার বসু বলেন, আমাদের রাজ্যের নারীদের মেধার বিকাশ বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু হয় । ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গণে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশী অগ্রণী । বর্তমানে ছেলেদের সঙ্গে সমান্তরালে মেয়েরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছে এবং এগিয়ে চলছে । ত্রিপুরায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে । বর্তমানে চিন্তা ও উন্নয়নের অংশীদার এই কিশোরী সমাজ । শিক্ষা ক্ষেত্রে এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তা ত্রিপুরা রাজ্যকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশনের ও এস ডি ড. বীথিকা চৌধুরী । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাস্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান রাজ্য মিশন এবং মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা । আগামীকাল সন্ধ্যায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২দিন ব্যাপী রাজ্য ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের শংসাপত্র ও স্মারক প্রদান করা হবে ।

ঊনকোটি জেলায় ৩৬টি জলাশয় নির্মাণ

কৈলাসহর, ৬ জানুয়ারী ।। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয় থেকে ঊনকোটি জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ২১৩.৫ হেক্টর এলাকায় ফল ও অর্থকরী ফসল চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮৪.৫ হেক্টরে সুপারি, ৩১ হেক্টরে আম, ৪০ হেক্টরে কমলালেবু, ৩৬ হেক্টরে মুসাম্বি এবং ২২ হেক্টরে লেবু চাষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তাছাড়া স্টেট প্ল্যানে ১০ হেক্টর এলাকায় তরমুজ চাষ করা হবে। রেগা প্রকল্পে গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জেলায় ৩৬টি মৎস্য চাষের জলাশয় করা হয়েছে। গৌরনগর বাজারে ১টি সব্জী শেডঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

লালছড়িতে রেগায় ২টি নতুন রাস্তা

আমবাসা, ৬ জানুয়ারী ।। আমবাসা ব্লকের অন্তর্গত লালছড়ি এ ডি সি ভিলেজ কমিটির উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে এম জি এন রেগার মাধ্যমে ৩টি পরিবারের ১২ কাণি রাবার বাগান সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে। রাবার বাগান সংস্কার করতে ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও ভিলেজের জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য রেগায় ২টি রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। এই ২টি রাস্তা তৈরী করতে ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ব্যয় হয়েছে। এতে ভিলেজের ১৬০টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।